বসুমিত্রের

সাদা কালো

আর. এল. ষ্টিভেনসনের ডঃ জিক্‌ল্‌ এণ্ড মিঃ হাইড্‌ অবলম্বনে

বসুমিত্রের বৈজ্ঞানিক বিস্ময়

সাদা-কালো

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু**

পরিচালনা : **অমলকুমার বসু** ঃঃ সম্পাদনা : **কমল গাঙ্গুলী**

প্রযোজনা : **শিশির মিত্র**

চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ — সঙ্গীত : সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু — সেট নির্মাতা : মদন গুপ্ত

রাসায়ণিক : জগবন্ধু বসু — ব্যবস্থাপক : হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকায়

শিশির মিত্র, শিপ্রা মিত্র, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিধারা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, ভানু রায়, বিজয় বসু, সরল মুখোঃ, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, জহর রায়

অভ্যাগত শিল্পী

পাহাড়ী সন্যাল, অজিত ব্যানার্জ্জি, সবিতা চ্যাটার্জ্জি

বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা : **শ্রীসরোজকুমার বসু**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ, এইচ মুখার্জ্জি এণ্ড ব্যানার্জ্জি সার্জ্জিক্যালস্‌ লিঃ, অক্‌ল্যাণ্ড ক্লিনিক এণ্ড নার্সিং হোম। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বারিক, সত্বাধিকারী—পূর্ণশ্রী সিনেমা

সহকারীবৃন্দ

পরিচালক : বিজন চক্রবর্ত্তী, সনৎ মিত্র। চিত্রশিল্পী : প্রফুল্ল ঘোষ, সুনীল চক্রবর্ত্তী। শব্দযন্ত্রী : অমর ঘোষ, সমেন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : দেবীদাস গঙ্গোপাধ্যায়। রূপসজ্জায় : সন্তোষ নাথ, সুরেশ রায়, বিনয় গুহ। আলোক সম্পাত : অমূল্য, নিরঞ্জন, হরি সিং, অজিত, অনন্ত, বাবুলাল। ব্যবস্থাপক : অজিত বসু, ক্ষিতীশ নাগ, নীতিপূর্ণ বড়ুয়া। রাসায়নিক : প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গা বসু, নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে ইষ্টার্ন টকিজ ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক ঃ রিসেন্ট ফিল্মস্‌,

৬৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRONABESH MAITI
27 D, B.B. Ram Ghosh Road
Calcutta - 700040

সাদা-কালো

(গল্পাংশ)

বর্তমান যুগ-সভ্যতার প্রধানতম অবদান বুঝি বিজ্ঞান। মানব মনের হাজার অসম্ভব কল্পনা, অলস স্বপ্ন আজ বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী-শক্তিতে সত্য ও সম্ভব হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের নিত্য-সঙ্গী, চর্চার শেষ নেই তার। মানুষের কল্পনারও যে নেই!

দেশবিদেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সকল জ্ঞান আহরণ করেও জ্ঞানান্বেষণে ক্ষান্ত হতে পারল না জয়ন্ত চৌধুরী। সে চাইল চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে। মানুষের দেহ ছেড়ে সে চাইল মানুষের মনের চিকিৎসা করতে, মানুষের মূল প্রকৃতি বদলে দিতে। কুইনাইন দিয়ে ম্যালেরিয়া আরোগ্য করার মত সে স্বপ্ন দেখতে লাগল এমন ঔষধের যা দিয়ে অতি বড় জঘন্য খুনে অপরাধীকেও সৎ, সাধু ও সজ্জন করে তোলা যাবে।

এক সাংবাদিক-বৈঠকে জয়ন্ত চৌধুরী প্রকাশ করল তার ইদানীং গবেষণার বিষয় বস্তু। শুনে একদল মাথা নাড়ল অবিশ্বাসে; অন্যদল যারা নাড়ল না তারাও পুরো বিশ্বাস করতে পারল না তার কথা। শুধু জয়ন্তের বিজ্ঞান-সাধনার গুরু ডক্টর মজুমদার বললেন—জয়ন্ত যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই সে-ওষুধ ও বার করবে। অমন মাথা এ-দেশে এক-আধটিই জন্মেছে।

জয়ন্তের উপর ডক্টর মজুমদারের যতখানি আস্থা, তাঁর কন্যা মল্লিকার অনাস্থা বুঝি ততখানিই। বৈজ্ঞানিকদের মল্লিকা যে দু-চোখে দেখতে পারে না তার কারণ নিতান্তই সে তাঁদের প্রতি এক-চোখো বলে।

বিজ্ঞানই জয়ন্তের জগৎ, তার বাইরে তাকিয়ে দেখার মুহূর্তের অবসরও বুঝি

নেই তার। মল্লিকার মনের খবর রাখার প্রয়োজনবোধ তার না থাকলেও অন্য মানুষের আছে। ললিত জয়ন্তের সহপাঠী, পুলিশের বড় কর্ম্মচারী সে। মল্লিকাকে সে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায়। জয়ন্তকে সে শ্রদ্ধা করে কিন্তু মল্লিকার অনুরাগের অনাদর ব্যথা দেয় তাকে।

গবেষণার একাগ্রতায় তখন বাইরের জগৎ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে জয়ন্তের। মল্লিকার জন্মদিন ভুলে যায় সে, তার খবর নিতে এসে দরজা থেকে ফিরতে হয় সকলকে—মল্লিকাকেও। S. N. Dey. 12,095.

একনিষ্ঠ সাধনায় বুঝি সফল হয় গবেষণা! পরীক্ষা করবার জন্য আবিষ্কৃত ঔষধ নিজের উপর প্রয়োগ করল জয়ন্ত। কিন্তু সে ত খুনে অপরাধী নয়—সহজ সরল মানুষ—তার উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া হল উলটো এবং শুধু মন ও প্রকৃতি নয়—বাইরের আকৃতিও তার গেল বীভৎস হয়ে। মানুষের কল্যাণকামী বৈজ্ঞানিক জয়ন্ত চৌধুরীর যায়গায় শহরে উদয় হল ঐ বীভৎস প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে একটি মানুষ-পশুর যার শয়তানি, খুন ও জখমে আতঙ্ক উপস্থিত হল শহরের বিশেষ বিশেষ পল্লীতে। এই বীভৎস মানুষ-পশুটির নাম নাকি হারাধন দত্ত এবং তাকে খুঁজে আইনের আওতায় আনবার ভার পড়ল ললিতের উপর।

Minar-17 4/54

অনুসন্ধানের সূত্র ধরে একদিন ললিত উপস্থিত হল জয়ন্তের বাড়িতে। জয়ন্ত ও হারাধন যে অভিন্ন ব্যক্তি এ অসম্ভব সত্য কল্পনা করতে না পারলেও হারাধনের সঙ্গে কোন সূত্রে একটা যোগাযোগ যে রয়েছে—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিল ললিত। হারাধন সম্বন্ধে বন্ধু হিসেবে সে গিয়েছিল জয়ন্তকে সাবধান করতে কিন্তু ফিরল অপমানিত হয়ে হারাধনের অপরাধে জয়ন্তের যোগসাজস সম্পর্কে অধিকতর সন্দেহ বহন করে।

শঙ্কিত হয়ে উঠল জয়ন্তও। ললিতের অনুসন্ধানের কারণে নয়—কারণ তার চেয়ে অধিকতর আশঙ্কার। যে ঔষধের প্রতিক্রিয়া সহজ, সরল জয়ন্ত হয়ে উঠত বীভৎস খুনে অপরাধী হারাধন, সেই ঔষধের প্রতিষেধক প্রয়োগে আবার ফিরে আসত তার পূর্ব্বেকার প্রকৃতি ও আকৃতি। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় নিছক গবেষণার কারণে হারাধনে রূপান্তরিত হতে যত খানি ঔষধ প্রয়োগ করতে হত, ক্রমশ তার মাত্রা যেতে লাগল কমে, উলটে বাড়তে লাগল প্রতিষেধক ঔষধের মাত্রা। তারপর একদিন সভয়ে জয়ন্ত আবিষ্কার করল ঔষধের বিনাপ্রয়োগেই—ঘুমের মধ্যে তার স্নায়ু শিথিল থাকাকালীন—হারাধনে রূপান্তর ঘটে গেছে তার। জয়ন্তে ফিরে আসতে প্রতিষেধক ঔষধের মাত্রা বাড়িয়েও যেন পারা যাচ্ছে না।

এদিকে অনুসন্ধানের নূতন সূত্র খুজে পেয়েছে ললিত। হারাধন যে জয়ন্তেরই মুখোসধারী আকৃতি এমন সন্দেহের উদয় হয়েছে তার মনে। মল্লিকা চেষ্টা করে জয়ন্তকে বাঁচাবার নিজের উপর দুঃসহ গ্লানি টেনে নিয়ে কিন্তু তাতে শুধু সন্দেহই গভীরতর হয় ললিতের মনে।

এদিকে স্বপ্নে জাগরণে জয়ন্তকে যেন সর্বক্ষণ অস্থির করে তুলতে থাকে হারাধন—হারাধন যে জয়ন্তের অচেতন মনেরই প্রকাশ। হারাধনের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশাতেই জয়ন্ত স্থির করে মল্লিকাকে বিয়ে করবে।

ললিত শুনল আসন্ন বিবাহের কথা। জয়ন্তকে বিয়ে করে মল্লিকা সুখী হলে তাতে আপত্তি করবার মত হীন সে নয় কিন্তু জয়ন্ত যে এখনও পুলিশের বিশেষ সন্দেহভাজন।

বিবাহের তারিখ এগিয়ে আসে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ললিত তার অনুসন্ধানের দ্রুত সমাপ্তি ঘটাতে চায় সে।

ললিতের অনুসন্ধানের সমাপ্তিতেই সমাপ্তি ঘটে সাদা-কালোর কাহিনীর। সে সমাপ্তি যা বিধাতার হাতে, যা ভ্রস্ট মনিষীদের গবেষণা থেকে সংসারকে রক্ষা করবার!

PRONABESH MAITI
27 B, Baburam Ghosh
Calcutta - 700004

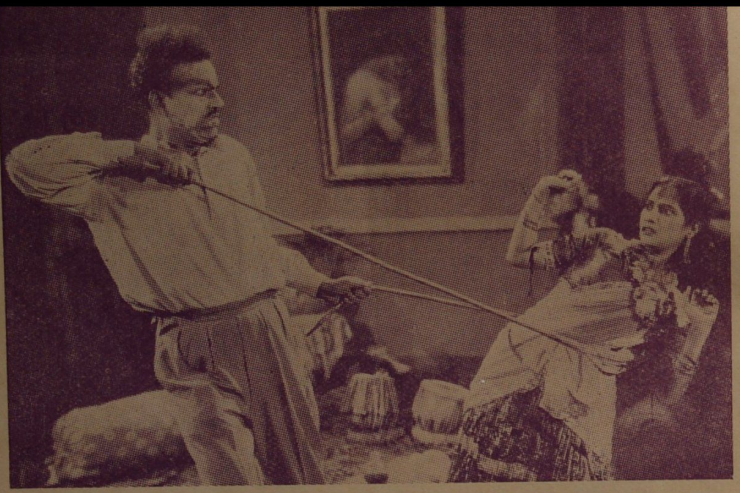

গান

(১)

মন নিয়ে প্রাণ নিয়ে
মানিনীর মান নিয়ে
যেও না চলে।

(২)

প্রাণ রয়না
প্রাণ সয়না
কাজল কালো ওই নয়নে
হেনো না আর নয়না।

(৩)

লাগ গই চোট কলিজামে
হায় রামা,
লাগ গই চোট।

(৪)

তেরে ইস্কী ইন্তাহা চাহাতা হুঁ
মেরী সাদগী দেখ ক্যয়া চাহাতা হুঁ
ইয়ে জন্নত মুবারক রহে জাহেঁদো কো
কে ম্যয় আপ্‌কা সায়না চাহাতা হু
গুণাহাঁগর কো রাহমত পর
তেরে নাজ হায়
বন্দা হু জানতা হু তু বান্দা
নওয়াজ হায়।

(৫)

কি আছে চোখেরি ভাষায়
কাছে আসায়
ভালবাসায়—

হা সি র
রাজা
গোপাল ভাড়
দেখেছেন
কি ?

PRONABESH MAITI

জুবিলী প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।